ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

টিআইবি সদস্যদের "বার্ষিক সভা, ২০২২-২০২৩" এর ঘোষণা
চাই দুর্নীতিমুক্ত, সুশাসিত, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ

১৪ ডিসেম্বর ২০২৩

আমরা টিআইবির সদস্য হিসেবে "বার্ষিক সভা, ২০২২-২০২৩" এর সমাপ্তিতে সম্মিলিতভাবে ঘোষণা করছি যে–আমরা দুর্নীতিকে সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি, ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে দুর্নীতি থেকে বিরত থাকতে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। নিজ নিজ অবস্থান থেকে একক ও সমষ্টিগতভাবে দুর্নীতিকে কার্যকরভাবে প্রতিরোধের সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো। গণতন্ত্র, সুশাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনকে আরও বেগবান ও কার্যকর করতে আমরা একযোগে কাজ করতে সচেষ্ট ও সক্রিয় থাকবো। আমাদের বিবেককে চির জাগ্রত রেখে অন্য সকলের, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে দুর্নীতি প্রতিরোধে উদ্বুদ্ধ করবো। টিআইবি যেমন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্মোহ ও পক্ষপাতহীন থাকতে বদ্ধপরিকর, একইভাবে সংস্থাটির সঙ্গে সম্পৃক্ত আমরা সদস্যরাও ব্যক্তি ও পেশাগত জীবনে রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ থাকতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, অন্যদিকে আমরা গণতন্ত্র, সুশাসন, মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার চাহিদা জোরদার করতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

চাই ভোটাধিকার ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিশ্চিতে যুগান্তকারী সংস্কার

জনগণের প্রতি জবাবদিহিমূলক, গণতান্ত্রিক, সুশাসিত ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে জাতীয় সংসদের প্রত্যাশিত কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালনের সম্ভাবনা ক্রমাগত দূরীভূত হতে যাচ্ছে বিধায় আমরা বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন। আসন্ন দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক ও জন-সাধারণের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হবে–এটা আমাদের প্রত্যাশা ছিলো। তবে তফসিল ঘোষণার আগে ও পরবর্তী পরিস্থিতি বিবেচনায় আমাদের আশঙ্কা, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন বলতে যা বুঝায়–তা এবারও অনুষ্ঠিত হবে না, যা চরম হতাশাজনক। জনগণের ভোটের অবাধ অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সমান প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র নিশ্চিত করে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিশ্চিতে দেশে যুগান্তকারী আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অপরিহার্য হয়ে পড়েছে বলে আমরা মনে করছি। বিশেষ করে নির্বাচনকালীন সরকার, প্রশাসন ও আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার নিরপেক্ষ ও স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত ভূমিকা নিশ্চিতে জাতীয় ঐকমত্য-ভিত্তিক আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সকল রাজনৈতিক দল ও সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

দুর্নীতি প্রতিরোধে চাই কার্যকর উদ্যোগ

সর্বস্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতিতে দুর্নীতি বলতে গেলে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে, যা আমাদের গৌরবময় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে ম্লান করে দিচ্ছে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার প্রয়োগ ব্যাহত হচ্ছে এবং দুর্নীতি মহামারির রূপ নিয়েছে। অনিয়ন্ত্রিত অর্থ পাচার ও ঋণ খেলাপির সংস্কৃতি এতটাই প্রকট যে, প্রতিবছর নতুন রেকর্ডের সৃষ্টি হচ্ছে। এসব ঘটনা রোধে রাজনৈতিক নেতৃত্বের দৃঢ়তা ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্রিয়তা দেখা যাচ্ছে না। বরং বলা যায় দেশে এক ধরনের বিচারহীনতার বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও আর্থিকসহ বিভিন্নভাবে অর্জিত ক্ষমতার অবস্থানকে সম্পদ বিকাশের লাইসেন্স হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। দুর্নীতির এ জাতীয় সর্বগ্রাসী ভয়াল গ্রাস থেকে আমরা পরিত্রান চাই। সকল প্রকার করুণা, অনুকম্পা বা ভয়ের ঊর্ধ্বে থেকে পরিচয় ও অবস্থান নির্বিশেষে আইনের চোখে সকলেই সমান–এই অবস্থান থেকে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত সকলের কার্যকর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

দুদকসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের জোরালো ভূমিকা চাই

দুর্নীতি দমন কমিশনসহ বিভিন্ন জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক প্রভাব ব্যাপকতর হয়েছে। অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে আমরা লক্ষ করছি, যে সুনির্দিষ্ট অভীষ্ট নিয়ে দুদক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিলো, একাধিক আইনি ও প্রশাসনিক সংস্কারের মধ্য দিয়ে দুদকের ক্ষমতা হ্রাস করে তা অর্জনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা হয়েছে। সিভিল সার্ভিস অ্যাক্ট ২০১৮; মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২; আয়কর আইন ২০২৩ এর যে সকল ধারা দুদকের ক্ষমতাকে খর্ব করেছে, তা অবিলম্বে সংশোধন করার জোর দাবি জানাচ্ছি।

চাই গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও অসঙ্কোচ মত প্রকাশের নিশ্চয়তা

গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে অবাধ তথ্য ও মত প্রকাশের অধিকার, মুক্তচিন্তা ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং গণমাধ্যমকর্মীদের জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তাসহ মৌলিক অধিকার নিশ্চিতের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করতে সরকারের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। সরকারের দায়িত্ব হলো, রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে গণমাধ্যম যাতে বিনা বাধায় তার ওপর অর্পিত ভূমিকা পালন করতে পারে, তার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা। দুঃখজনক হলেও সত্যি, দেশে গণমাধ্যমের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়লেও ভয়হীন স্বাধীন সাংবাদিকতা ঠিক ততোটাই কঠিন হয়ে পড়ছে। গণমাধ্যমের স্বাধীনতার প্রশ্নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিভিন্ন সময়ে দেশে গণমাধ্যমের সংখ্যাগত তথ্য উপস্থাপন করে অন্তসারশূন্য আত্মতৃপ্তিলাভের চেষ্টা করতে দেখা যায়।

অথচ নানাপন্থায় গণমাধ্যমকর্মীদের হয়রানি, হামলা ও মামলার মাধ্যমে গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধসহ স্বাধীন মত ও চিন্তা প্রকাশের চর্চাকে বাধাগ্রস্ত করার প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে। বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম সূচক, ২০২৩–এ ১৬৩তম অবস্থানে বাংলাদেশের নেমে যাওয়া-ই প্রমাণ করে দেশে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা কতোটা আতঙ্কজনক হারে অবনমন ঘটেছে। একদিকে গণমাধ্যমকর্মীদের ওপর হামলার ঘটনাসমূহের দৃষ্টান্তমূলক বিচার না হওয়া, অন্যদিকে সাইবার নিরাপত্তা আইনের মোড়কে পুরাতন নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের খড়গসহ অদৃশ্য শক্তির প্রভাব বলয়ে নাগরিক সমাজ ও সংবাদকর্মীদের সার্বিক কর্মক্ষেত্রে এক ধরনের ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। গণমাধ্যম ও জনসাধারণের মত প্রকাশ সেল্ফ সেন্সরশিপের ফাঁদে আটকা পড়েছে বলে আমরা মনে করছি। তফসিল ঘোষণার পর তড়িঘড়ি করে নির্বাচনকালীন মন্ত্রিপরিষদ খসড়া "ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা আইন, ২০২৩" নীতিগতভাবে অনুমোদন করায় আমরা বিস্ময় ও উদ্বেগ প্রকাশ করছি। প্রস্তাবিত এই আইন প্রণয়নের সকল কার্যক্রম নির্বাচন পরবর্তী সময় পর্যন্ত স্থগিত রেখে যথা সময়ে সকল অংশীজনকে সম্পৃক্ত করে অনুমোদিত খসড়ায় বিদ্যমান ত্রুটিসমূহ সংশোধন সাপেক্ষে প্রণয়নের আহ্বান জানাচ্ছি।

পোশাক শ্রমিকদের প্রস্তাবিত নিম্নতম মুজরি পুনর্বিবেচনার আহ্বান

পোশাক-শ্রমিকদের জীবনমান, দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতি, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থাকর্তৃক নির্ধারিত মানদণ্ড বিবেচনায় নিয়ে প্রস্তাবিত নিম্নতম মজুরি শ্রমিকদের প্রত্যাশা ও দাবি এবং আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার আলোকে পুনর্বিবেচনা করার জন্য বিশেষভাবে আহ্বান জানাচ্ছি। পোশাক শ্রমিকদের নিম্নতম মোট মজুরি ৫২ থেকে ৫৬ শতাংশ বাড়ানোর ঘোষণা দেওয়া হলেও, বাস্তবে বৃদ্ধির হার ২৫ থেকে ২৯ শতাংশের বেশি নয়। বাৎসরিক ৫ শতাংশ বৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতি, ডলারের বিনিময়মূল্যের ঊর্ধ্বগতি বিবেচনায় পোশাক-শ্রমিকদের মজুরি প্রকৃত অর্থে ৩০ শতাংশও বাড়ানো হয়নি। মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলনরত পোশাক-শ্রমিকদের বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে চারজন শ্রমিক নিহত হওয়ার ঘটনা চরম দুঃখজনক। পৃথিবীর দ্বিতীয় শীর্ষ পোশাক রপ্তানিকারক দেশ বাংলাদেশ, সেখানে পোশাক-শ্রমিকদের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় যৌক্তিক মজুরি না দেওয়াটা খুবই লজ্জার। একইভাবে বিব্রতকর বিষয় হচ্ছে, তৈরি পোশাক রপ্তানির বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশ প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় সবচেয়ে কম মজুরি দিয়ে আসছে–আমরা এ পরিস্থিতির আশু পরিবর্তন প্রত্যাশা করছি। বিশেষ করে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ব্যয়, উৎপাদন ও রপ্তানিতে তাঁদের অমূল্য অবদানের যথাযথ প্রতিফলনমূলক মজুরিসহ ন্যায্য অধিকার নিশ্চিতের আহ্বান জানাচ্ছি।

সরকারি ক্রয় খাতে অব্যাহত অনিয়ম নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ চাই

গত এক দশক ধরে ই-জিপির মাধ্যমে সরকারি ক্রয় সম্পন্ন হলেও রাজনৈতিক প্রভাবশালী গোষ্ঠী, সরকারি সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহ ও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের ত্রিমুখী যোগসাজশের ফলে এক্ষেত্রে দুর্নীতি নবমাত্রা পেয়েছে। ই-জিপির প্রয়োগে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সর্বনিম্ন মূল্য ও সর্বোচ্চমান নিশ্চিতের ক্ষেত্রে আমরা ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ করছি না। একটি স্বচ্ছ, জবাবদিহিপূর্ণ, পক্ষপাতহীন, প্রতিযোগিতামূলক এবং দুর্নীতিমুক্ত ক্রয়ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় ই-জিপির সুযোগ কাজে লাগাতে উপাত্তনির্ভর বিশ্লেষণ ও তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহন-প্রক্রিয়াকে জোরদার করার জন্য কর্তৃপক্ষের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

আমরা মহান ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে সততা, মূল্যবোধ, নৈতিকতা, স্বচ্ছতা, ন্যায্যতা, জবাবদিহি চর্চার মাধ্যমে সকল প্রকার শোষণ ও বৈষম্য অবসানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে গণতন্ত্র, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে একযোগে কাজ করার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। একই সঙ্গে জাতি-ধর্ম-বর্ণ, লিঙ্গ, আদিবাসী, বাঙালি, প্রতিবন্ধী বা পরিচয় ও অবস্থান নির্বিশেষে সকল মানুষের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির জোর দাবি জানাই। সহমর্মিতাপূর্ণ, মানবিক, দুর্নীতিমুক্ত, সুশাসিত ও একটি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ–আমাদের প্রত্যাশা।